

আমাদের সূর্যোদয়

হৃদয়ে লাল সবুজ

আমাদের সূর্যোদয়

মেহেরপুর, শুক্রবার, ৭ নভেম্বর ২০২৫ ইং

মেহেরপুরে নারীরা মাদকের জালে

মেহেরপুর সীমান্ত ঘেঁষা এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত দেশি-বিদেশি মাদক প্রবেশ করছে। এই মাদক পাচারে পুরুষদের পাশাপাশি এখন যুক্ত হচ্ছেন নারীরাও—যা গভীর উদ্বেগের বিষয়। গেল ছয় মাসে (এপ্রিল-অক্টোবর) মাদক বহন ও বিক্রির অভিযোগে জেলায় ৩৩ নারীকে আটক করেছে পুলিশ, র‍্যাব ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। আটক নারীদের কারও বয়স ২২, কেউ আবার ৪০ পেরিয়েছেন। অধিকাংশই স্থানীয়, দ্রব্রি ও অল্পশিক্ষিত নারী—কেউ দিনমজুর, কেউবা গৃহকর্মী ছিলেন। দ্রুত অর্থ উপার্জনের আশায় এরা জড়িয়ে মাদকের খুচরা ব্যবসা ও পাচারে।মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর, তেকালা, বামুদিপ, মেহেরপুর সদরের শালিকা ও বাজিতপুর এবং মুজিবনগরের সোনাশপুর সীমান্ত এখন মাদক পাচারের নিরাপদ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থানীয় একটি সংঘবদ্ধ চক্র মাদক সংগ্রহ করে খুচরা বিক্রির নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। তারা দরিদ্র নারীদের বাহক বা বিক্রেতা হিসেবে ব্যবহার করছে, বিনিময়ে দেওয়া হচ্ছে সামান্য কিছু টাকা। কেউ প্রতি সপ্তাহে দুবার সীমান্ত থেকে মাদক এনে শহরে পৌঁছে দেন, প্রতিবার পান ১২শ থেকে ১৫শ টাকা—এ যেন জীবনের প্রয়োজনে অপরাধের পথে হাঁটার নির্মম বাস্তবতা।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মেহেরপুরের নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। পুরুষের তুলনায় তারা কম মজুরি পান, আর কাজও অনিয়মিত। ফলে অনেক নারী সহজ অর্থের লোভে মাদকের দুনিয়ায় পা রাখছেন। নিশ্চয়ই আইন প্রয়োগ জরুরি, তবে শুধু গ্রেপ্তার বা সাজা দিয়ে এই সমস্যা সমাধান হবে না। সমাজবিজ্ঞানীরা যথার্থই বলছেন—মাদক ব্যবসায় জড়িত নারীদের কেবল অপরাধী হিসেবে নয়, বরং ভুক্তভোগী হিসেবেও দেখতে হবে। তাদের জন্য বিকল্প জীবিকা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি না করলে এই প্রবণতা রোধ সম্ভব নয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যারা মাদকের সঙ্গে জড়িত, তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। তবে তার সঙ্গে দরকার সামাজিক সচেতনতা, দাবিদৃগ্‌থ বিমোচন ও নারী কর্মসংস্থানের কার্যকর উদ্যোগ। দরিদ্র নারীদের অসহায়ত্বকে পূঁজি করে কেউ যেন অপরাধচক্রের অংশ হতে না পারেন, সে নিশ্চয়তা দিতে হবে রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়কেই।

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (প্রথম পৃষ্ঠার পত্র)

দেওয়া হয়েছে, তাদের নিয়ে বসাও হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পর আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও থানাকে জানানো হয়েছে, মারকামবোই পুলিশ উহল দিচ্ছে।” স্থানীয়ারা অভিযোগ করেছেন, শুধু সরকারি হাসপাতাল নয়—এই দালালচক্র পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপরই মানুষের আস্থা নষ্ট করছে। তারা দ্রুত কার্যকর প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও সুস্থ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন, যাতে মুজিবনগরের মানুষ নিশ্চিন্তে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারেন।

দুই আসনেই কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পত্র)

পুনঃমনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু। উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জেউল হক, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আফেকুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওভার আলী, মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লবসহ অঙ্গসংগঠনের শতাধিক নেতা-কর্মী। সভায় বক্তারা বলেন, “দুঃসময়ে দলের পাশে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাভেদ মাসুদ মিস্টিন। বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখেন। ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হলে এ আসনে মিলনটিকে প্রাণী করা প্রয়োজন।” প্রসঙ্গত, মেহেরপুর-২ আসনে বর্তমানে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন। তিনি বলেন, “২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে পরাজিত করে এই আসন বিএনপির দখলে ছিল। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গুরুত্ব বুঝে মনোনয়ন দিয়েছে। অযথা হাস্যমা করে মনোনয়ন বাতিল করা যাবে না।

ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর আজ

(প্রথম পৃষ্ঠার পত্র)

সারা দেশে শোভাযাত্রাসহ ১০ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। দিবসটি উপলক্ষে বাণী দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বাণীতে তারেক রহমান বলেন, ৭ই নভেম্বর জাতীয় জীবনের এক ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে দেশপ্রেমে বলীয়ান হয়ে সিপাহী-জনতা রাজপক্ষে নেমে এসেছিল জাতীয় স্বাধীনতা সুরক্ষা ও হারানো গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের অতুতপূর্ণ অঙ্গীকার নিয়ে। তাই ৭ই নভেম্বরের ঐতিহাসিক বিপ্লব অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। স্বাধীনতাত্তোর রাষ্ট্রীয় আন্দোল, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, তৎকালীন ক্ষমতাসীন মহল নিজ স্বার্থে জাতীয় স্বাধীনতাকে বিপন্ন ও সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করে আধিপত্যবাদের থাবার মধ্যে দেশকে ঠেলে দেয়। শুধুমাত্র নিজদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্যই গণতন্ত্রবিন-শী কর্মকাণ্ড শুরু করে। সেজন্য মাঠেবর বাক-ব্যক্তি ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে গলাটিয়ে হত্যার মাধ্যমে একদলীয় বাকশাল গঠন করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়। শুরু হয় নির্মম একদলীয় দৃষ্টান্ত। দেশে নেমে আসে অশান্তি ও হত্যাযাত্রা কালো ছায়া। বাকশালী সরকার চরম অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী পন্থায় মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলোকে হরণ করে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার মহিমাষিত আত্মদানের মধ্যদিয়ে ফ্যাসিস্টরা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। মানুষের মধ্য গণতন্ত্রের মুক্তি পথ প্রসারিত হয়েছে। এখন চূড়ান্ত গণতন্ত্রের চর্চার জন্য আবাব, সুস্থ নির্বাচনসহ গণতন্ত্রের অপরিসর্হ শর্ত মানুষের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের নতজানু নীতির কারণেই আমাদের আবহমানকালের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর চলেছিল বাধাধীন আত্মশাস। তাই আমি মনে করি ৭ই নভেম্বরের চেতনায় সঙ্গল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে গণতন্ত্রের পথফালকে অব্যাহত এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি।

ওদিকে এক বিবৃতিতে জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান দিবসটি পালনে দলের নেতাকর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও চক্রান্ত মোকাবিলায় এই দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রমে

(প্রথম পৃষ্ঠার পত্র)

অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) সুমাইয়া জাহান বুরকা। এতে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, প্যানেল চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটররা অংশগ্রহণ করেন। অন্তর্নানটির সার্বিক আয়োজন করে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশান। বাস্তবায়নে ছিল স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। সম্বলনা করেন উপজেলা সমন্বয়কারী মো. আলমগীর কবির, সহায়তায় ছিলেন পিএফএ মো. শাহজুল। প্রশিক্ষণে বক্তারা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম, পরিচালনা পদ্ধতি ও গ্রামীণ বিরোধ নিষ্পত্তিতে এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) সুমাইয়া জাহান বুরকা বলেন, “এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং সাধারণ মানুষকে গ্রাম আদালতের সেবা আরও সহজে প্রদান করতে সক্ষম হবে। প্রতিটি ইউনিয়নে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম দৃশ্যমান করতে হবে, ব্যানার ও সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে এবং মাসিক ভিত্তিতে মামলার তথ্য হালনাগাদ রাখতে হবে।” তিনি আরও বলেন, “সরকারি গ্রাম আদালতকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করেছে। এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

মিজানুর রহমান অপু

প্রতিটি জীবনপর্বের আলাদা চাহিদা, আলাদা



সমাজকে সমৃদ্ধ করে। প্রবীণদের জ্ঞান এবং নবীদের কর্মক্ষমতা একত্রিত হলে তা সমাজের জন্য

অপরিসীম সম্পদ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ প্রবীণ। সরকারি চাকরিজীবীদের শেষ জীবনে পেনশন থাকে, ধনী প্রবীণদের সঞ্চয় থাকে, কিন্তু নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র প্রবীণরা সবচেয়ে বেশি দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং সামাজিক সম্মানভূইই চারটি ক্ষেত্রেই তাদের সম্মান ও সেবা প্রায়শই পর্যাপ্ত হয় না। বার্ষিক আসলে মূল্যবান। বয়সের সঙ্গে আসে অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি, যা পরিবার এবং

জ্ঞানমূলকভাবে সীমিত, কিন্তু

আশ্রয়, খাদ্য ও কিছু চিকিৎসা পূরণ প্রবীণরা। গ্রামীণ

প্রবীণদের অবস্থার কথা আলাদা। দুর্গম এলাকায়

অপরিসীম সম্পদ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক

চতুর্থাংশ প্রবীণ। সরকারি চাকরিজীবীদের শেষ

জীবনে পেনশন থাকে, ধনী প্রবীণদের সঞ্চয় থাকে,

কিন্তু নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র প্রবীণরা সবচেয়ে বেশি

দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা

এবং সামাজিক সম্মানভূইই চারটি ক্ষেত্রেই তাদের

সম্মান ও সেবা প্রায়শই পর্যাপ্ত হয় না। বার্ষিক আসলে

মূল্যবান। বয়সের সঙ্গে আসে

অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি, যা

পরিবার এবং

জ্ঞানমূলকভাবে সীমিত, কিন্তু

আশ্রয়, খাদ্য ও কিছু চিকিৎসা পূরণ প্রবীণরা। গ্রামীণ

প্রবীণদের অবস্থার কথা আলাদা। দুর্গম এলাকায়

অপরিসীম সম্পদ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক

চতুর্থাংশ প্রবীণ। সরকারি চাকরিজীবীদের শেষ

জীবনে পেনশন থাকে, ধনী প্রবীণদের সঞ্চয় থাকে,

কিন্তু নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র প্রবীণরা সবচেয়ে বেশি

দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা

এবং সামাজিক সম্মানভূইই চারটি ক্ষেত্রেই তাদের

সম্মান ও সেবা প্রায়শই পর্যাপ্ত হয় না। বার্ষিক আসলে

মূল্যবান। বয়সের সঙ্গে আসে

অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি, যা

পরিবার এবং

জ্ঞানমূলকভাবে সীমিত, কিন্তু

আশ্রয়, খাদ্য ও কিছু চিকিৎসা পূরণ প্রবীণরা। গ্রামীণ

প্রবীণদের অবস্থার কথা আলাদা। দুর্গম এলাকায়

অপরিসীম সম্পদ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক

চতুর্থাংশ প্রবীণ। সরকারি চাকরিজীবীদের শেষ

জীবনে পেনশন থাকে, ধনী প্রবীণদের সঞ্চয় থাকে,

কিন্তু নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র প্রবীণরা সবচেয়ে বেশি

দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা

এবং সামাজিক সম্মানভূইই চারটি ক্ষেত্রেই তাদের

সম্মান ও সেবা প্রায়শই পর্যাপ্ত হয় না। বার্ষিক আসলে

মূল্যবান। বয়সের সঙ্গে আসে

অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি, যা

পরিবার এবং

জ্ঞানমূলকভাবে সীমিত, কিন্তু

আশ্রয়, খাদ্য ও কিছু চিকিৎসা পূরণ প্রবীণরা। গ্রামীণ

প্রবীণদের অবস্থার কথা আলাদা। দুর্গম এলাকায়

অপরিসীম সম্পদ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক

চতুর্থাংশ প্রবীণ। সরকারি চাকরিজীবীদের শেষ

জীবনে পেনশন থাকে, ধনী প্রবীণদের সঞ্চয় থাকে,

কিন্তু নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র প্রবীণরা সবচেয়ে বেশি

দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা

এবং সামাজিক সম্মানভূইই চারটি ক্ষেত্রেই তাদের

সম্মান ও সেবা প্রায়শই পর্যাপ্ত হয় না। বার্ষিক আসলে

মূল্যবান। বয়সের সঙ্গে আসে

অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি, যা

পরিবার এবং

জ্ঞানমূলকভাবে সীমিত, কিন্তু

আশ্রয়, খাদ্য ও কিছু চিকিৎসা পূরণ প্রবীণরা। গ্রামীণ

প্রবীণদের অবস্থার কথা আলাদা। দুর্গম এলাকায়

অপরিসীম সম্পদ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক

চতুর্থাংশ প্রবীণ। সরকারি চাকরিজীবীদের শেষ

জীবনে পেনশন থাকে, ধনী প্রবীণদের সঞ্চয় থাকে,

কিন্তু নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র প্রবীণরা সবচেয়ে বেশি

দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা

এবং সামাজিক সম্মানভূইই চারটি ক্ষেত্রেই তাদের

সম্মান ও সেবা প্রায়শই পর্যাপ্ত হয় না। বার্ষিক আসলে

মূল্যবান। বয়সের সঙ্গে আসে

অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি, যা

পরিবার এবং

জ্ঞানমূলকভাবে সীমিত, কিন্তু

আশ্রয়, খাদ্য ও কিছু চিকিৎসা পূরণ প্রবীণরা। গ্রামীণ

প্রবীণদের অবস্থার কথা আলাদা। দুর্গম এলাকায়

অপরিসীম সম্পদ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক

চতুর্থাংশ প্রবীণ। সরকারি চাকরিজীবীদের শেষ

জীবনে পেনশন থাকে, ধনী প্রবীণদের সঞ্চয় থাকে,

কিন্তু নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র প্রবীণরা সবচেয়ে বেশি

দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা

এবং সামাজিক সম্মানভূইই চারটি ক্ষেত্রেই তাদের

সম্মান ও সেবা প্রায়শই পর্যাপ্ত হয় না। বার্ষিক আসলে

মূল্যবান। বয়সের সঙ্গে আসে

অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি, যা

পরিবার এবং

জ্ঞানমূলকভাবে সীমিত, কিন্তু

আশ্রয়, খাদ্য ও কিছু চিকিৎসা পূরণ প্রবীণরা। গ্রামীণ

প্রবীণদের অবস্থার কথা আলাদা। দুর্গম এলাকায়

অপরিসীম সম্পদ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক

চতুর্থাংশ প্রবীণ। সরকারি চাকরিজীবীদের শেষ

জীবনে পেনশন থাকে, ধনী প্রবীণদের সঞ্চয় থাকে,

কিন্তু নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র প্রবীণরা সবচেয়ে বেশি

দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা

এবং সামাজিক সম্মানভূইই চারটি ক্ষেত্রেই তাদের

সম্মান ও সেবা প্রায়শই পর্যাপ্ত হয় না। বার্ষিক আসলে

মূল্যবান। বয়সের সঙ্গে আসে

অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি, যা

পরিবার এবং

জ্ঞানমূলকভাবে সীমিত, কিন্তু

আশ্রয়, খাদ্য ও কিছু চিকিৎসা পূরণ প্রবীণরা। গ্রামীণ

প্রবীণদের অবস্থার কথা আলাদা। দুর্গম এলাকায়

অপরিসীম সম্পদ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক

চতুর্থাংশ প্রবীণ। সরকারি চাকরিজীবীদের শেষ

জীবনে পেনশন থাকে, ধনী প্রবীণদের সঞ্চয় থাকে,

কিন্তু নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র প্রবীণরা সবচেয়ে বেশি

দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা

এবং সামাজিক সম্মানভূইই চারটি ক্ষেত্রেই তাদের

সম্মান ও সেবা প্রায়শই পর্যাপ্ত হয় না। বার্ষিক আসলে

মূল্যবান। বয়সের সঙ্গে আসে

অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি, যা

পরিবার এবং

জ্ঞানমূলকভাবে সীমিত, কিন্তু

আশ্রয়, খাদ্য ও কিছু চিকিৎসা পূরণ প্রবীণরা। গ্রামীণ

প্রবীণদের অবস্থার কথা আলাদা। দুর্গম এলাকায়

অপরিসীম সম্পদ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক

চতুর্থাংশ প্রবীণ। সরকারি চাকরিজীবীদের শেষ

জীবনে পেনশন থাকে, ধনী প্রবীণদের সঞ্চয় থাকে,

কিন্তু নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র প্রবীণরা সবচেয়ে বেশি

দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা

এবং সামাজিক সম্মানভূইই চারটি ক্ষেত্রেই তাদের

সম্মান ও সেবা প্রায়শই পর্যাপ্ত হয় না। বার্ষিক আসলে

মূল্যবান। বয়সের সঙ্গে আসে

অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি, যা

পরিবার এবং

জ্ঞানমূলকভাবে সীমিত, কিন্তু

আশ্রয়, খাদ্য ও কিছু চিকিৎসা পূরণ প্রবীণরা। গ্রামীণ

প্রবীণদের অবস্থার কথা আলাদা। দুর্গম এলাকায়

অপরিসীম সম্পদ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক

চতুর্থাংশ প্রবীণ। সরকারি চাকরিজীবীদের শেষ

জীবনে পেনশন থাকে, ধনী প্রবীণদের সঞ্চয় থাকে,

কিন্তু নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র প্রবীণরা সবচেয়ে বেশি

দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা

এবং সামাজিক সম্মানভূইই চারটি ক্ষেত্রেই তাদের

সম্মান ও সেবা প্রায়শই পর্যাপ্ত হয় না। বার্ষিক আসলে

মূল্যবান। বয়সের সঙ্গে আসে

অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি, যা

পরিবার এবং

জ্ঞানমূলকভাবে সীমিত, কিন্তু

আশ্রয়, খাদ্য ও কিছু চিকিৎসা পূরণ প্রবীণরা। গ্রামীণ

প্রবীণদের অবস্থার কথা আলাদা। দুর্গম এলাকায়

অপরিসীম সম্পদ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক

চতুর্থাংশ প্রবীণ। সরকারি চাকরিজীবীদের শেষ

জীবনে পেনশন থাকে, ধনী প্রবীণদের সঞ্চয় থাকে,

কিন্তু নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র প্রবীণরা সবচেয়ে বেশি

দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা

এবং সামাজিক সম্মানভূইই চারটি ক্ষেত্রেই তাদের

সম্মান ও সেবা প্রায়শই পর্যাপ্ত হয় না। বার্ষিক আসলে

মূল্যবান। বয়সের সঙ্গে আসে

অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি, যা

পরিবার এবং

জ্ঞানমূলকভাবে সীমিত, কিন্তু

আশ্রয়, খাদ্য ও কিছু চিকিৎসা পূরণ প্রবীণরা। গ্রামীণ